দ্বিতীয় অধ্যায় ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

১. স্বরধ্বনি

১.১ স্বরধ্বনির তালিকা

চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের কথ্যবাংলায় মূল স্বরধ্বনি গুলি বজায় আছে । তবে এ অঞ্চলের বাচক গোষ্ঠীর উভয় শ্রেণির মধ্যে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলির মাত্রাগত কিছু পার্থক্য দেখা যায়। উচ্চারণের প্রকৃতি ও অবস্থানগত দিক একটি সারণির সাহায্যে দেখানো হল।

	সম্মুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
উচ্চ / সংবৃত	ই		উ
উচ্চ-মধ্য / অর্ধ-সংবৃত	এ		ও
নিম্ন-মধ্য / অর্ধ-বিবৃত	অ্যা		অ
নিম্ন / বিবৃত		আ	

১.২. স্বরধ্বনির অবস্থান

মান্য চলিত বাংলার মতো এঅঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার স্বরধ্বনিগুলি রূপিমের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

স্বর-ধ্বনি		রূপিমের আদিতে	রূপিমের মধ্যে	রূপিমের অন্ত্যে
/ই/	স্থানীয়	ইন্দিরা, ইজমাইলি ইত্তর, ইটাল, ইশ্‌টাট্‌, ইহায়,	পাইশা, আইখড়, শইশা, কাইচা, বাইগন, বেইহা,	খাড়াই,জাওই,বিলাই,কাল, মিঠাই, শাগাই, ব্যাহাই,
	অভিবাসিত	ইট্যাল, ইন্দুর,ইচা, ইট্টু, ইন্দিরা	কাইয়াকুলি,আইল্‌শা,আইজ, কাইল, মাইদান, এইনে	কাহোই, এবেই, তালোই, খালোই, মাউই, বোনাই,
/এ/	স্থানীয়	এন্দুর, এংকারে, এধান, এশ্‌টারি, এলা,	কহেচে, ক্যাকেরা,	মুইএ, তে, উশ্‌টে, ফেক্কে, তালে, ভেরকেটে,
	অভিবাসিত	এবেই, এশিখেশি, এয়া, এইনে, এধারে, এহানতা	এহেনে, কিএর,	ক্যামনে, তে, তাইলে, অদে,
/অ্যা/	স্থানীয়	অ্যাত্তোকোনা,অ্যাল্‌, অ্যাশ্‌কা, অ্যাখোনকা	দ্যাওর,ব্যাক্কা,ত্যাল, ছ্যান্দা, ব্যাতাল,প্যাট, শ্যাশ্‌	হাট্যা , তাল্যা
	অভিবাসিত	অ্যাপোট্‌,অ্যাগ্‌গেনা, অ্যাশাড়, অ্যাচ্‌লা,	ত্যাল্‌,শ্যাশ্‌,ক্যাদা,গ্যাদা, ব্যাহা,	কুচ্‌কুচ্যা,কাশ্যা,ফেইক্যা, জাইল্যা,বাইন্দ্যা, আইল্যা,
/আ/	স্থানীয়	আনাধুন,আচ্‌কা, আডানা, আল্‌লা, আজ্‌লা, আড়িয়া	পোয়াল, ছোয়াল, গোয়াল, খোয়াল, জোংগাল,	পাঝিয়া, মাঝিয়া,খাটাইয়া, খাইয়া, মাশুয়া, হাশুয়া, শুয়া
	অভিবাসিত	আডানা, আদমগা, আড়ু, আওনে, আহা, আহাম	ব্যাতাল, প্যাচাল,	মাইয়া,মাইঝা,পাইয়া, শুইতা,হুইনা,
/অ/	স্থানীয়	অমরা, অরা, অশ্‌মার, অর,	আনারঅশ, খেজর,	এডিঅ,বিডিঅ,থাকিঅ, বশিঅ,খাইঅ,
	অভিবাসিত	অকৈতা, অগিন-অগিন, অক্‌কত, অটল্‌শা,	দ্যাখশ,থাকশ,করশ, কেম্‌অন, ন্যাঅন, তহন	থাক্‌অ, দ্যাখ্‌অ, কর্‌অ, ধর্‌অ
/ও/	স্থানীয়	ওদ্দি, ওশুন, ওলা, ওম্মা, ওঠিকোনা, ওত্তি, ওশত্‌	দ্যাওর,শাওন,ন্যাওয়া, দ্যাওয়া, ন্যাওল,	শাতাও, তাও, মাও,পাও, গাও, ছাও, নাও, আও,ছও,ঘাও,বাও
	অভিবাসিত	ওল্‌লা, ওরা, ওল্‌দি,	আওনে, বোড়োই, কড়োই,	ছাও, কও, বও, গাও, পাও,
/উ/	স্থানীয়	উরাশ, উখুড়া, উকাশ, উদিশ, উরমল, উটকা,	নাউয়া, কাউয়া , ঘাউয়া, মাউরিয়া,	ঘিউ, জিউ, আউ, কাউ-মাউহাউ,
	অভিবাসিত	উংগানি, উহুন , উশাই উত্তার,	খাউকা, মাউই, খাউজা, হাউরি, খেউরি, শাউগা,	খামু, জামু, দিমু ,

১.৩ স্বরধ্বনি : উচ্চারণ প্রবণতা ও পরিবর্তন

মালদহ জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসবাসকারী বাংলাভাষি বাচকগোষ্ঠীর কথ্যভাষায় ব্যবহৃত মৌখিক স্বরধ্বনিগুলির আলোচনায় দেখা গেছে চলিত বাংলার মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি বজায় আছে ঠিকই। তবে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি চলিত বাংলার তুলনায় নিম্নাবস্থানে উচ্চারিত হয় । স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ প্রবণতার গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তন নিম্নে আলোচনা করা হল ।

ই:

সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'ই' মৌলিক স্বরধ্বনি 'i' এর তুলনায় কিছুটা নিম্নাবস্থানে ও মুখ গহ্বরের কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়ে উচ্চারিত হয় । স্থানীয় এবং অভিবাসিত উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় 'ই' ধ্বনিটির উচ্চারণ প্রবণতা ও পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি নিম্নরূপ ।

ই > এ - ইঁদুর >এনদুর , ভীমরুল >ভেমরাল , টিকটিকি >টেকটেকি , তখনি >তখনে , আমিই > মুইয়ে , তুইই >তুইয়ে/তুহে , মিস্ত্রি > মেস্তরি ।

পদান্তে 'ই' ধ্বনির ব্যবহারের ফলে যদি পদটির প্রতি জোর দেওয়া হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় কথ্যবাংলায় 'ই' পরিবর্তিত হয়ে 'এ' তে পরিণত হয় । যেমন -

আমিই > মুইয়ে , তুইই > তুইয়ে , আলুই > আলুয়ে , ভাতই > ভাত্য়ে , গোরুই > গোরুয়ে, ছাগলই > ছাগোলে , মানুষই > মানুশে , বৃষ্টিই নেই > জলে নাই ।

ই > আ- খয়েরি > খয়রা , হাতিয়ার > হাতার , কিনারা > কাঠি ,

ই > উ- পুলিশ > পুলুশ , বালিশ > বালুশ , রেডিও > এড়ুয়া , যাবি > জাবু

ই > অ্যা -ঢিল >ঢ্যাল, ছিদ্র >ছ্যান্দা, করকম >ক্যাম্বা , রিপোর্ট >অ্যাপোট , রিশ্কা, অ্যাশ্কা ।

'ই' -এর আগমন- কাস্তে >কাইচা, ঘটক >ঘোটকি, ফুশফুশ >ফুশ্ফুশি , মিষ্টি > মিঠাই, স্কুল > ইশ্কুল , স্প্রে > ইশ্পেরে

স্থানীয় কথ্যে 'ই'-এর আগমন তুলনায় কম, কিন্তু অভিবাসিত কথ্যবাংলায় 'ই'-এর আগমন বেশি । এই আগমন বিভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে । যেমন -

অপিনিহিত 'ই'- করিয়া > কইরা , ধরিয়া > ধইরা , থাকিয়া > থাইকা , রাখিয়া > রাইখা পলিয়া > পোইলা , জালিয়া > জাইলা , তবে অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত শব্দের শেষে 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ লক্ষ করা যায় ।

যুক্তাক্ষর বা 'য' এর পূর্বে 'ই' ধ্বনির আগমন-
কর্তব্য > কর্‌তোইব্‌ব , আশ্চর্য > আচ্চাইর্‌জ , ধৈর্য > ধোইর্‌জ , সহ্য > শোইজ্‌জ
রাক্ষস > রাইক্‌কোশ্‌ , স্ট্যান্ড > ইশ্‌টেন , স্কুল > ইশ্‌কুল , স্প্রে > ইশ্‌পেরে ।

অসমাপিকা ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া পদে 'ই' -এর আগমন । যেমন -

খেয়ে > খাইয়া , গিয়ে > জাইয়া , নেয়ে > নাইয়া , হেঁটে > হাইটা , কেটে > কাইটা , ফেটে > ফাইটা, শুয়ে > শুইতা , চলে > চোইলা , বলে > বোইলা , শুনে যাও > হুইনা জাও , বসে থাক > বোইশা থাকো , খেয়ে ফেল > খাইয়া ফ্যাল্‌ । এছাড়াও বিভিন্ন শব্দে 'ই' ধ্বনির আগমন ঘটে থাকে । যেমন - ডাকাত > ডাহাইত্‌ , কুড়ে > কুইড়া , কাত > কাইত , কেচো > কেইচা , মেয়ে > মাইয়া , বুড়ো > বুইড়া , জারজ > জাইরা , হাল্‌কা > আইলকা , আঁচল > আইন্‌চল , অলবনাক্ত > আলুইনা , এখানে > এইনে , অলস > আইল্‌শা ,এঁটো > আইঠা ।

এ:

এই অঞ্চলের উভয় শ্রেণির বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় উচ্চ-মধ্য সম্মুখ ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'এ'মৌলিক স্বরধ্বনি 'e' ও 'ɛ ' -এর মাঝামাঝি অবস্থান করে সামান্য কেন্দ্রীয় টানে উচ্চারিত হয় । এই স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রবণতা ও পরিবর্তন নিম্নরূপ -

এ > ও- ছেলে > ছোল , পকেট > পকোট , খাবে > খাইবো , যাবে > জাইবো , পাবে > পাইবো ।
এ ধরনের পরিবর্তন অভিবাসিত কথ্যবাংলায় বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায় ।

এ > ই- মেঝে > মাঝিয়া , কেঁদে > কান্‌দি , মেশিন > মিশিং , পেঁপে > পাপিয়া / পাইপা , শেয়াল > শিয়াল / হিয়াল , থেকে > থাকি , নেশা > নিশা , বেড়াল > বিলাই , শেলাই > শিয়াল, খেয়াল >খিয়াল, পেঁয়াজ >পিয়াজ, একটু > ইট্‌টু, এদের >ইগার, এটা >ইয়োডা।

এ >অ্যা- বেয়াই > ব্যাহাই , দেহ > দ্যাহা , দেশ > দ্যাশ , তেল > ত্যাল , বেল > ব্যাল , মেঘ > ম্যাক / ম্যাগ , পেট > প্যাট , শেষ > শ্যাশ , চেহারা > চ্যাহেরা , কে > ক্যা , কেন > ক্যা।

এ >আ- কেন্নো > কাড়োয়া , যেতে > জাইতে , বেগুন > বাইগন / বাগন / বাগুন , জেলে > জালা, পেঁপে > পাপিয়া / পাইপা / কম্পা , খেজর > খাজুর , টমেটো > টমাটম , সিনেমা > শিনামা, আজকে >আচকা, থেকে >থাকি, বেঁটে >বাংঠা, এসে >আশি, খেতে >খাতি, খেয়ে >খাতি, গিয়ে > জায়া , গেলে > গেলা ।

এ > অ- এখন > অহন , এমন > অমন / অমুন ।

এ > আই- কেঁদে >কাইন্‌দা, বেঁধে >বাইনধা, খেয়ে >খাইয়া, বেয়ে >বাইয়া, চেয়ে >চাইয়া, এলে >আইলা, সেধে >শাইধা, ভেবে >ভাইবা, পেতে >পাইতা, চেটে >চাইটা, হেঁটে >হাইটা।
তবে 'এ' ধ্বনির এরূপ পরিবর্তন কেবল মাত্র অভিবাসিত কথ্যবাংলাতেই লক্ষ করা যায় ।

এ > উ- এলে >আলু , পেলে >পালু ,খেলে >খালু , দিলে >দিলু , হলে >হলু , করলে >কোরলু , গেলে >গেলু। 'এ' ধ্বনির এরূপ পরিবর্তন শুধুমাত্র স্থানীয় কথ্যবাংলায় লক্ষ করা যায় । তাছাড়া

স্থানীয় কথ্যবাংলায় দুই অক্ষরের শব্দে স্বরধ্বনি দুটি যখন 'এ ' তখন 'এ' ধ্বনিটির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং পদান্তে 'এ' ধ্বনিটির পরিবর্তন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । কিন্তু অভিবাসিত কথ্যবাংলায় এ ক্ষেত্রে পদের মধ্যে 'আই' দ্বি-স্বরধ্বনিটির আগমন ঘটে থাকে ।

স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর উপভাষায় লক্ষ করা যায় পদান্তের 'এ' > 'ই' এবং পদান্তের 'ই' >'এ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় । যেমন -

এ > ই - পাল্টে >পাল্টি , খেটে >খাটি , হেঁটে >হাঁটি , কেঁদে >কান্দি , বেঁধে >বান্দি , হেসে > হাশি , থেকে >থাকি , মেরে >মারি , দৌড়ে >দোউড়ি , লিখে >নেখি , দেখে >দেখি।

ই > এ- আমিই > মুইএ , তুমিই > তুইএ , তখনি > তখনে ,যখনি > জখোনে ।

অ্যা :

নিম্ন-মধ্য সম্মুখ ও অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি 'অ্যা ' মৌলিক স্বরধ্বনি ' ɛ ' ও ' a ' -এর প্রায় মাঝামাঝি অবস্থান জনিত উচ্চারণের সামান্য পশ্চাদ্‌ভাগে উচ্চারিত হয়। 'এ' ধ্বনিকে 'অ্যা ' ধ্বনিতে উচ্চারণ করার প্রবণতা এ অঞ্চলের উভয় বাচক গোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। অন্যান্য স্বরধ্বনিগুলিও 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে এই ধ্বনিটির রূপান্তর তেমন নেই। তাই অপর স্বরধ্বনির 'অ্যা' -তে পরিণত হওয়ার কিছু নমুনা নিম্নে দেখানো হল।

অ > অ্যা -খড় > খ্যাড় , কলা > ক্যালা ।

আ > অ্যা -কার > ক্যার , বাঁকা > ব্যাক্‌কা , কাঁথা > ক্যাথা , ব্রাশ > ব্যারাশ , ব্লাউজ > ব্যালাউচ।

ই > অ্যা -ঢিল >ঢ্যাল, ছিদ্র > ছ্যান্‌দা, করকম >ক্যাম্‌বা, রিপোর্ট > অ্যাপোট , রিশ্‌কা, অ্যাশ্‌কা।

উ > অ্যা - হাঁটু > হাট্যা , তালু > তাল্যা ।

ও > অ্যা- গো >গ্যা, কোকড়া >ক্যকেড়া, তো >ত্যা, কুলো >কুল্যা, ধূলো >ধূল্যা, মূলো > মূল্যা।

এ >অ্যা- বেয়াই >ব্যাহাই, দেহ >দ্যাহা, দেশ >দ্যাশ, তেল >ত্যাল, বেল >ব্যাল, মেঘ >ম্যাক / ম্যাগ, পেট >প্যাট, শেষ >শ্যাশ, চেহারা > চ্যাহেরা, কে >ক্যা, কেন >ক্যা, মেলা > ম্যালা, লেজ >ন্যাচ্‌, এবং >অ্যাবং ।

আ:

নিম্ন বিবৃত কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি 'আ' -এর উচ্চারণ -প্রকৃতি মান্য চলিত বাংলার অনুরূপ। তবে চলিত বাংলা শব্দের 'আ' এখানে কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তিত। 'আ' ধ্বনিটির উচ্চারণ প্রবণতা ও রূপান্তর নিম্নরূপ -

আ > অ্যা -কার >ক্যার, বাঁকা >ব্যাক্কা / ব্যাহা, কাঁথা > ক্যাথা, কুড়াল >কুড়্যাল ,দাও (দেওয়া) > দ্যাও , নাও (নেওয়া) > ন্যাও , ছায়া > শ্যামা / ছ্যামা।

বিদেশি শব্দে যুক্ত ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে 'আ' ধ্বনিটি 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় । যেমন-

ব্রাশ > ব্যারাশ , ব্লাউজ > ব্যালাউচ , ক্লাশ > ক্যালাশ, ট্রাক্ > ট্যারাক্, ব্লেড > ব্যালাট।

আ > উ- মশারী > মুশুরী , তামাক > তামুক ।

আ > ই- বিছানা >বিছিনা (স্থা), গ্লাশ >গিলাশ , ঘন্টা >ঘান্টি , গ্রাম >গিরাম(অভি), ক্লাশ > কিলাশ , (অভি) ,ব্রাশ > বিরাশ (অভি) ।

আ > ও - থাম > থোম , জামাই > জাওই , কাঠাল > কাঠোল।

পদান্ত 'আ' প্রায়ই লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন -

থালা >থাল, ঢাক্না >ঢাকোন, গোয়ালা >গোয়াল, পিপড়া >পিপড়, কাত্লা >কাতোল্ , বাজনা > বাজোন।

পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জন যুক্ত 'আ' ধ্বনি দ্বিমাত্রকতার প্রভাবে প্রায়ই লুপ্ত হয়ে যায় -

জানালা > জাল্লা, শিগারেট >শিক্রেট, মাংস >মংশ, তোয়ালা >তয়লা, বিছানা >বিছ্না।

পদের আদিতে 'আ' ধ্বনির আগমন - ছিল >আছিল / আছল , চাষা >আচাষা, বাঙাল > আবাঙ্গাল্,

পদান্তে 'আ' ধ্বনির আগমন - পাট, পাটা, হলুদ >হোল্দা, জিভ >জিবা, কাপড় >কাপড়া।

অ:

নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ ও অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি 'অ' মৌলিক স্বরধ্বনি 'ɒ' ও 'ɔ' -এর মাঝামাঝি অবস্থানে উচ্চারিত হয় । এখানে উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে 'অ' ধ্বনিটির রূপান্তর নিম্ন রূপ -

অ > ও-পটল > পোটোল, করলা >কোল্লা, শশা >শোয়াশ / শোশা ,সাবান > ছাপোন / শাবোন, মশা > মোশা, শাসন >শাশ্নো, কপি >কোবি, রশুন >ওশুন, গম >গোহোম, গন্ধ > গোন্ধো ,পাতলা > পাতোল , কথা > কোথা ।

অ > উ -অবকাশ > উকাশ , যদি < জুদি , কাপড় > কাপুড় , থাপড় > থাপুড় , গম > গুম , হদিশ > উদিশ ।

অ > আ - কলাই >কালাই , মহাজন >মাহাজন , অলস >আল্শিয়া / আল্শা , লম্বা > নাম্ভা , শলাই >শালাই, টমেটো >টামাটুল, মোহনপুর >মাহানপুর, অক্রুর >আক্কোর, অমাবশ্যা > আমাবাশ্শা , অবাক > আবাক , অকর্ম > আকাম , অকথ্য > আকথা ।

অ > ই - শকুন > শিকিনী / শিগিনী।

অ > অ্যা - খড় > খ্যাড় , কলা > ক্যালা।

অ > ঐ - কশে > কৈশা , বসে > বৈশা , বলে > বৈলা , চলে > চৈলা পড়ে > পৈড়া ।

ও:

উচ্চ-মধ্য পশ্চাৎ ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'ও'মৌলিক স্বরধ্বনি 'ᴐ'এবং ' o ' -এর মাঝামাঝি অবস্থানে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে 'ও' স্বরধ্বনিটির রূপান্তর নিম্ন রূপ -

ও > অ -তোয়ালা > তয়লা , ছোট > ছটো , তোর > তর , ওর > অর , ফোন > ফন, রেডিও > এডিঅ, যেও > জাইঅ , এসো > আসিঅ।

পদের মধ্যে 'ও' ধ্বনির যে উচ্চারণ চলিত বাংলায় রয়েছে অভিবাসিত কথ্যে তা 'অ' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে থাকে । চলিত বাংলায় কিছু পদের লেখ্যরূপের 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ 'ও' হয়ে থাকে । যেমন -

পাগল > পাগোল , সকল > সকোল ইত্যাদি ; কিন্তু এ অঞ্চলের অভিবাসিত কথ্যে এ ক্ষেত্রে 'ও' -র স্থলে 'অ'-ধ্বনিই উচ্চারিত হয় । যেমন -

পাগোল > পাগঅল , ছাগোল > ছাগঅল , সকোল > হগল , ওতুল > অতুল , এখোন > অহন , যেমোন > জেমঅন, কখোন > কখঅন, দেখো > দ্যাখঅ।

ও > উ - কোদাল > কুদাল , গোয়াল > গুয়াল , মোজা > মুজা , নোনতা > নুনচা, গোসাপ > গুহি-শাপ , বোতাম >বুদাম , বোয়াল >বুয়াল , জোয়ান >জুয়ান , কোনো >কুনু ,কোন >কুন, ভোর >ভুর , চোর > চুর , অলোচনা > আলুচুনা , খোঁজ > খুঁজ , শোক > শুক, জোড়া > জুড়া , জোনাকী > জুনি , তোমরা > তুমরা , ,কোথায় > কুন্না, ভূগোল > ভূগুল, তোর > তুর । ভূগোল > ভূগুল ,পোকা >পুকা , বোকা >বুকা, পো >পু।

এই পরিবর্তন উভয় বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেলেও পূর্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল থেকে অভিবাসিত হয়ে যে সমস্ত জনগোষ্ঠী এঅঞ্চলে বসবাস করছে তাদের মধ্যে বেশি পরিমাণে প্রযোজ্য।

ও > আ -কুলো >কুলা, মোহনপুর >মাহানপুর, গুলো > গুলা, মূলো >মূলা , মেজো >মাঝা /মাইজা, রেডিও > এডুয়া ,

ও > ই -গাড়োয়ান > গাড়িয়াল , ঘাটোয়াল > ঘাটিয়াল।

ও > অ্যা- গো > গ্যা , কোকড়া > ক্যকেড়া / ক্যকড়া, তো > ত্যা , কুলো > কুল্যা , ধুলো > ধুল্যা , মুলো > মুল্যা।

'ও' -ধ্বনির আগমন-

মা >মাও , পা > পাও, গা >গাও, ঘা >ঘাও, শো >শও, জা >জাও , ছা > ছাও , কাত্‌লা > কাতোল , বাজনা > বাজোন ।

'ও'-ধ্বনির লোপ- দারোগা >দার্‌গা, গেলো >গেল্‌, খেলো >খাল্‌, পেলো >পাল্‌, মারলো >মারিল্‌।

উ:

উচ্চ-পশ্চাৎ ও সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ' মৌলিক স্বরধ্বনি ' u ' ও ' o ' -এর মাঝামাঝি ও সামান্য সম্মুখ টানে উচ্চারিত হয় । এই ধ্বনিটির রূপান্তর নিম্নরূপ -

উ > ও -খুব > খোপ, ভূট্টা > ভোটা , জুতা > জোতা , মুসলমান > মোছোমান ,পুকুর > পোখর / পোহির , মুদিপুকুর > মোদিপোখর , কেন্দপুকুর > কেনপোখোর।

উ > অ -চিরুনী > চিরনী , হলুদ > হোলদ , খেজুর > খেজর , বেগুন > বাগন , পুকুর পোখর ।

দ্বি-স্বরধ্বনি :

চলিত বাংলায় 'ঐ' এবং 'ঔ' এই দু'খানি দ্বি-স্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনির ব্যবহার থাকলেও এঅঞ্চলের কথ্যবাংলায় যৌগিক স্বরধ্বনিগুলির ব্যবহার নেই । এই স্বরধ্বনি দুটির রূপান্তর নিম্নরূপ-

ঐ :

ঐ > ও - বৈশাখ >বোশাক , চৈত্র >চোত , ঐগুলি >ওলা , ঐখানে >ওঠি , ঐদিকে >ওদিগি , ওইযে >ওদ্দে।

ঐ > অ্যা - জ্যৈষ্ঠ > জ্যাঠ।

ঔ :

ঔ > ও - ঔষধ > ওশত / ওশুত , চৌকি > চোখি / চোহি , গৌড় > গোড় , চৌহদ্দি > চোহদ্দি ।

ঔ > আ - নৌকা > নাও / নাউকা ।

ঔ > অ - মৌমাছি > মধুমাচ্ছি / মধুবোল্লা ।

ঔ > উ - পৌষ > পুশ।

২. ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন

ক - বর্গ :

ক > খ -পুকুর >পোখর, তোকে >তোখে, কাচা >খাচা, চৌকি >চোখি, আকর্শী >আখুর একেবারে > অ্যাখেবারে, একাই >অ্যাখেলাই। 'ক' ধ্বনির এরকম পরিবর্তন শুধুমাত্র স্থানীয় কথ্যবাংলায় লক্ষ করা যায়।

ক > গ - বক > বোগিলা / বগ্‌লে , শকুন > শিগিনি / হগুন , শাকের > শাগের , দিকে > দিগি, সেকেণ্ড >শ্যাগেন , সকল > হগল , কাকুতি-মিনতি > কাগা-বাগা ।

এ অঞ্চলের অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর বিশেষত পূর্ব-বঙ্গের বরিশাল থেকে যারা অভিবাসিত তাদের কথ্যবাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার কিছু ক্ষেত্রে 'ক' ধ্বনির আগমন হয়ে থাকে । যেমন - এসে > আশ্‌কা , বসে > বোশ্‌কা , বেচে > বেচকা , শুয়ে > শুত্‌কা।

ক > হ- কাকা >কাহা, টাকা >ট্যাহা, বাঁকা >ব্যাহা, থাকা >থাহা, চৌকি >চোহি , পুকুর > পোহির , আকাল > আহাল , পাকা > পাহা , করে > হরে । অর্থাৎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে দুই সম স্বরধ্বনির মাঝের ব্যঞ্জন যখন 'ক' তখন তা 'হ' -বর্ণে পরিণত হয় , সামান্য কিছু শব্দে স্বরধ্বনি দুটি সম স্বরধ্বনি না হলেও এ ক্ষেত্রে 'ক' বর্ণ 'হ' - বর্ণে পরিণত হয়। তবে 'ক' ধ্বনির এরকম পরিবর্তন শুধুমাত্র অভিবাসিত বাচকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় ।

খ > ক -মুখ > মুক , বৈশাখ > বোশাক , দুঃখ > দুক/দুক্‌কু , চোখ > চোক , সুখ > শুক , নখ > নোক ,শখ > শক / হক , দেখেছে > দ্যাক্‌শে ।

- স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যে ব্যঞ্জনান্ত 'খ' সব ক্ষেত্রেই 'ক' বর্ণে পরিণত হয়।

খ > হ- অভিবাসিত বাচক-গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় পদান্তের 'খ' দুটি স্বরধ্বনির মাঝে অবস্থান করলে 'হ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় । যেমন -

দেখো >দ্যাহ, দেখা >দ্যাহা, দেখি >দেহি, লেখা >ল্যাহা, পাখা >পাহা, রাখা >রাহা, মাখা >মাহা।

খন > ঙ- কখন > কঙকা , তখন > তঙকা , যখন > জঙকা , এখন > অ্যাঙকা।

গ > ক - গলা >কাল্লা, লেগেছে >নাক্‌শে, ভাগ >ভাক, সোহাগ >শোহাক, মাগ (স্ত্রী) >মাক ।

অভিবাসিত কথ্যে কিছু ক্ষেত্রে 'গ' -ধ্বনির আগমন লক্ষ করা যায় । যেমন - অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে-হেঁটে > হাটগা , চলে > চোলগা , বলে > বোলগা , করে > কোরগা , থেমে > থামগা , খেলে > খেলগা, মেরে > মারগা , ধরে > ধোরগা , বেঁধে > বানগা , টেনে > টানগা । তবে অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'গা' ধ্বনিটির এধরনের আগমন শুধুমাত্র বাংলাদেশের বরিশালের অভিবাসিতের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

আবার বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠী সম্মতি সূচক ও অসম্মতি সূচক উভয় বাক্যান্তে 'গা' ধ্বনিটির প্রয়োগ করে থাকে। যেমন- জামুনা গা,খামুনা গা , দেহুম গা , কোরুম গা , খামু গা , জামু গা , দ্যাহো গা, খাও গা।

অন্যান্য ক্ষেত্রে -

চিংড়ি > চিংগোড় , ভাঙা > ভাংগা , ভ্যাঙানো > ভ্যাংগানু ।

ঘ > ক - বাঘ > বাক, মেঘ > ম্যাক, মাঘ > মাক । 'ঘ' ধ্বনির এরকম পরিবর্তন শুধুমাত্র স্থানীয় বাচক-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় ।

ঘ > গ - ঘুঘু >ঘুগু, ঘা >গাও, ঘষি >গশি, ঘষা >গশা, ঘটিয়াল <গাইটাল, ঘর >গর, বাঘ > বাগ , মাঘ >মাগ, মেঘ >ম্যাগ, ঘুম >গুম। 'ঘ' ধ্বনির এরকম পরিবর্তন অভিবাসিত বাচক-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বেশি পরিরমাণে লক্ষ করা যায় ।

চ - বর্গ -

অবস্থান ও উচ্চারণ চলিত বাংলার অনুরূপ । তবে অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় 'চ'-'ছ' ধ্বনির মিশ্রিত বা উষ্ম ধ্বনির প্রবণতা লক্ষণীয়। 'চ'-বর্গের ধ্বনি পরিবর্তন নিম্নরূপ-

চ > ছ- সূচী > ছুই, কোঁচা >কোছা, চাচা >চাছা। তবে 'চ' ধ্বনির এরকম পরিবর্তন খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় ।

'চ'- বর্গের 'চ' ধ্বনিটির ব্যবহার ব্যাপক লক্ষ করা যায় ।এই বর্গের 'ছ'এবং 'জ' ধ্বনির শেষে যদি স্বরধ্বনি না থাকে তবে সাধারণত তা পরিবর্তিত হয়ে 'চ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। তবে কখনও কখনও 'ছ'ধ্বনিটির শেষে স্বরধ্বনি থাকলেও তা 'চ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় । যেমন -

ছ > চ-আসছে >আহেচে, বলছে >কহেচে, দেখছে >দ্যাকচে, খেয়েছ >খাচু, দিয়েছি >দিচু / দিছু মাছ > মাচ।

জ > চ- আজকে >আচকা, খাজ >খাচ , খোঁজ > খোঁচ, ভাজ >ভাচ, সবুজ >শবুচ, কাজ > কাচ , ঝাঁজ > ঝাচ , মনোজ > মনোচ।

জ > ঝ -দু'জন > দুঝোনা , মেজো > মাঝা

ঝ > জ-বোঝা > বোজা , সাঁঝ > শাঞ্জেব্যালা , বুঝি > বুজি ।

এ অঞ্চলে অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলির মধ্যে 'চ' এবং 'ছ' এর উচ্চারণ অনেকাংশে উষ্মধ্বনি 'শ'ও 'স' এর মাঝামাঝি ইংরেজি 'S' এর মতো । এবং 'জ' ও 'ঝ' এর উচ্চারণ এই দুটি ধ্বনির মাঝামাঝি ,অনেকটা ইংরেজি ' Z' এর মতো । 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলির রূপান্তর নিম্নরূপ -

অভিবাসিত কথ্যবাংলায় 'ছ' ধ্বনির উচ্চারণ সবসময়ই উষ্ম ধ্বনির মতো। অনেকটা 'স'-এর অনুরূপ। যেমন-

চ > স - পাঁচ >পাস, বেচে >বেসে, অচল >অসল, পচা >পসা, কচু >কসু, আচার >আসার , চালাক >সালাক , পঁচিশ > পসিস ।

ছ > স - বলছে >বলসে, করছে > কোরসে , থাকছে > থাকসে , দেখেছে > দ্যাকসে, খেয়েছে > খাইসে , লেগেছে > নাকসে , দিয়েছি > দিসি , নিয়েছি > নিসি , গেছি > গেসি , লাছি > লাসি , ছায়া > স্যামা , বাছুর > বাসুর ।

ট - বর্গ :

এই বর্গের ধ্বনি চলিত বাংলার মতোই এ অঞ্চলের কথ্যবাংলায় উচ্চারিত হয় । তবে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু রূপান্তর লক্ষ করা যায় । যেমন -

ট > ঠ- চিমটা > চিমঠা , পুঁটি > পুঠি , বটি > বঠি , টোস্ট > ঠোশ , চ্যাপটা > চ্যাপঠা , বেটে > বাংঠা , লেংটি >নেংঠি । এই পরিবর্তন শুধুমাত্র স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

বিদেশি শব্দের পদান্ত 'ট' বা 'ড' ধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়ে যায় -
টোস্ট > ঠোশ , ফাস্ট > ফাশ , টেস্ট > টেশ , প্যান্ট > পেন / প্যান , সেকেণ্ড > শ্যাগেন।

ট > ত- ট্রাঙ্ক > তুরুঙ ।

ট > দ- কন্‌ট্রাক্টর > কন্‌টেকদার ।

ট > ড- খেটে >খাইডা , হেঁটে > হাইডা , পেটের > প্যাডের , হাঁটে > আডে ,আট আনা >আডানা, পিটুনি > পিডানি , খুটি > খুডি ।

ঠ > ড- পাঠা > পাডা , কাঁঠাল > কাডাল , পিঠে > পিডা। তবে শব্দের আদিতে পরিবর্তন হয়না।

ঠ > ট- কাঠ > কাট , মাঠ > মাট , শুঠ > শুট । তবে শব্দের আদিতে পরিবর্তন হয়না।

ড > ট- কার্ড >কাট, রোড >ওট, রড >অট, স্পিড >ইশ্‌পিরিট। অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় শব্দের আদিতে অবস্থিত 'ড' >'ঠ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন - ডাল >ঠাল।

ড > ঢ- বড় > বড্‌ঢ ।

ড > দ- ডাক্তার > দাক্‌তার , ডাকাত > দাকাত ।

ঢ > ড- ঢং > ডং , ঢেম্‌নি > ডেমনি , ঢোল > ডোল , ঢাক > ডাক , ঢিলে > ডিলা । এই পরিবর্তন শুধুমাত্র অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় ।

ত - বর্গ :

অবস্থান ও উচ্চারণ চলিত বাংলার অনুরূপ । ধ্বনি পরিবর্তন নিম্নরূপ-

ত > থ- পুতুল > পুথুল , তক্তা > তক্‌থা , তক্তি > তোক্‌থি ।

ত > দ- বোতাম > বুদাম , বাতাবি > বাদামি ।

ত > ট- বালতি > বালটিন , তাক > টাক ।

ত > চ- নোনতা > নুনচা , চেতন > চ্যাচন।

থ > ত- শপথ > শপোত , সুপথ > শুপত , সাথে > শতে , থেকে > তে ।

দ > গ- তোদের > তোগে/তোগো , আমাদের > আমাগে / আমাগো , মোদের > মোগো , ওদের < অগো / অগে , তাদের > তাগে / তাগো / হেডাগো ।

দ > ড / ঢ / ঢ়- দাঁড়কাক > ঢাককাউয়া , দেড় > ড্যাঢ় , বৃদ্ধা > বুঢ়া, দিয়া (হিন্দি) > ডিয়ার , দাঁড়ি > ডাড়ি ।

দ > ত- প্রসাদ > পোশাত , ফ্যাসাদ > ফ্যাশাৎ , বিপদ > বিপত , আপদ > আপত , জেদ > জ্যাত, স্বাদ > শোয়াত ।

ধ > ত- দুধ > দুত , সাধ > শাত , ।

ধ > দ- স্পর্ধা >আশপর্দা, সাধনা (অভ্যাস) >শাদনা, অসুবিধা >অশুবিদা, ধান্দা >দান্দা, অবোদ্ধা > অবোদা,ধরা > দরা , অর্ধেক > আদ্ধেক , বাঁধা > বান্দা , বিধবা > বিদ্‌বা , মধ্যে > মোইদ্‌দে।

ন > ল- নম্বর > লম্বর ।

প-বর্গ :

উচ্চারণ এবং অবস্থান মান্য চলিত বাংলার মতোই ।

প > ব- সুপারি > শুবরি , ভাপ > ভাব , কপি > কবি ।

প > ফ-দুপুর >দুফর / দুফার, ল্যাম্প >ন্যাম্ফো, পুচ্ছ >ফিচা, পিড়ে >ফিড়া,আপেল >আফেল ,

বাপের > বাফের , পকেট > ফকেট , পয়সা > ফয়শা , পাতিল > ফাইত্‌লা ,পাখা >ফাহা , বেপার > ব্যাফার ।

প > ভ- উপুর > উভুর , পটকা > ভটকা ।
ফ > প- মাফ > মাপ্ , হাফ্ > হাপ্ , কফ্ > কপ্ ,লাফ > নাপ ।

ফ > হ- ফেলা > হেলা ।

ব > প- স্বভাব >শভাপ, হাব-ভাব >হাপ-ভাপ, হিসাব >হিশাপ, অভাব >অভাপ, নবাব >নবাপ , বসবার > বৈশপার ।
ব > ভ- লম্বা > নাম্ভা ।

ব > ম- ভগবান >ভগমান, বাতাবি >বাদামি, ভাগ্যবান >ভাগ্যমান, খাবো >খামো/খামু, যাবো > জামো / জামু , মজবুত > মজিমত , নিবো > নিম / নিমু , কোরবো > কোরিম / কোরুম।

'ব'- ধ্বনির লোপ -কুটুম্ব > কুটুম, লবণ > নুন, শ্রাবণ > শাওন, বাল্ব > বল , ক্যাম্প > ক্যাম ।

ভ > ব- গাভিন >গাবিন , শিলভার >শিলবর , ভাই >বাই , ভালো >বালো , প্রাইভেট >পাইবোট, ভাতার > বাতার , ভোল >বোলা ।

ভ > হ- প্রভাত > পোহাত ,

ম > ন- মাপ > নাপ , গামোছা > গানছা ।

ম > ব- জরিমানা > জরিবানা , গামলা > গাবলা ।

'ম' - ধ্বনির আগমন -
তাঁবু > তাম্বু , ওরা > অমরা , ওদের > অশমার ,ছায়া > শ্যামা ।

বর্গীয় বর্ণগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্গের অন্যান্য বর্ণকে ছাপিয়ে প্রথম বর্ণ অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ আধিক্য রয়ছে , বিশেষত স্থানীয় বাচকগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায়। তবে পদের আদিতে বর্গীয় বর্ণগুলির তেমন রূপান্তর সাধারণত নেই। আবার পদান্তে স্বরান্ত বর্গীয় বর্ণের রূপান্তর নেই । যেমন-

পরিবর্তিত	অপরিবর্তিত
চোখ > চোক	চোখত্
মুখ > মুক	মুখত্
মাছ > মাচ	মাছে
বাঘ > বাক	বাঘে
মেঘ > ম্যাক	ম্যাঘোৎ

এছাড়াও ভাব > ভাপ , স্বভাব >শভাপ, হাব-ভাব >হাপ-ভাপ, হিসাব >হিশাপ, অভাব >অভাপ, নবাব >নবাপ , বসবার > বৈশপার, প্রসাদ > পোশাত , ফ্যাসাদ > ফ্যাশাৎ , বিপদ > বিপত , আপদ > আপত , জেদ > জ্যাত,স্বাদ > শোয়াত, কাঠ > কাট , মাঠ > মাট , শুঠ > শুট আজকে > আচকা , খাজ > খাচ , খোঁজ > খোঁচ . ভাজ > ভাচ , সবুজ > শবুচ , কাজ > কাচ , ঝাঁজ > ঝাচ , মনোজ > মনোচ আসছে > আহেচে , বলছে > কহেচে , দেখছে > দ্যাকচে , খেয়েছি , খাচু , দিয়েছি > দিচু / দিছু , মাছ > মাচ গলা > কাল্লা , লেগেছে > নাক্‌শে , ভাগ (অংশ) > ভাক , সোহাগ > শোহাক , মাগ (স্ত্রী) > মাক ।

অন্তঃ স্থ বর্ণ :

অন্তঃস্থ বর্ণ গুলির অবস্থান ও উচ্চারণ চলিত বাংলার অনুরূপ । ধ্বনি পরিবর্তন নিম্নরূপ-

য় > ই- পয়সা >পাইশা, পায়খানা >পাইখানা, সময় >শমাই, বিদায় >বিদাই, অন্যায় >অন্যাই, জয়ন্তী > জোইঅন্তি ।

র > ল- করলা > কোল্‌লা , শরীর > শোরিল ।

র > ন- রূপা > নুপা , রক্ত > নক্ত , রুমাল > নুমাল ।

পদের আদিতে 'র' প্রায়ই লুপ্ত হয় -

রাম -লক্ষ্মণ > আম-নক্ষন , রাস্তা > আস্তা , রাক্ষস > আক্‌কশ , রাঁড়ি > আড়ি , রক্ত > অক্ত , রীতা > ইতা , রাত > আত , রস > অশ , রোড >.ওট , রাইখড় > আইখড় , রশুন > ওশুন , রা > আও, রং > অং , রুটি > উটি , রবিবার > ওববার।

তবে এরকম পরিবর্তন শুধুমাত্র স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। এই বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় কখনও কখনও পদের আদিতে স্বরধ্বনির স্থলে 'র' ধ্বনির আগমন ঘটে - আমবাগান > রামবাগান , আটা > রাটা , ইতি (নাম বিশেষে)> রিতি , উমা > রুমা ।

যুক্তব্যঞ্জনে 'র' ধ্বনি লুপ্ত হয় বা বিশ্লিষ্ট হয় -

চৈত্র > চোত , প্রসাদ > পোশাত / পোরশাত , কার্ড > কাট , হার্ট > হাট , গ্রাসকার্প > গিলাশকাপ, প্রবীণ >পোবীন/ পোরবীন, প্রাইভেট >পাইভ্যাট/ পেরাইবোট, প্রথম >পোরথোম , প্রধান >পোধান / পোরধান , শিরস্থান > শিতান , রেষ্ট্রী > এষ্টারী , মরল > মোল , পড়ল > পোল , প্রায় >পেরায় , প্রমান > পোরমান ।

ল > ন- লম্বা > নাম্‌ভা , লাঠি > নাঠি , লাল > নাল , লাঙল > নাঙগোল , লেজ > নেঙগুর লজ্জা > নোজ্জা , লুচি > নুচি , লেংটি > নেংঠি , লুঙ্গি > নুঙ্গি , লণ্ঠন > নল্ঠোন , লোহা > নুয়া, লোটা >নোটা, লেখা > ন্যাখা ।

উষ্মবর্ণ :

এই অঞ্চলে বসবাসকারী বাচক গোষ্ঠীর মধ্যে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় লক্ষ করা যায় 'শ'এই উষ্মধ্বনিকে 'হ' ও 'চ / ছ' ধ্বনির মতো উচ্চারণ করার প্রবণতা রয়েছে।

পরিবর্তন নিম্নরূপ-

শ > ছ- সুঁচেলো > ছুচ্চল , শায়া > ছায়া, সূচী >ছুই, সেক >ছ্যাক, মুসলমান >মোছোমান , শিম > ছিমা , সত্যি > ছ্যাচায় , শ্রীকান্ত > ছিকান্ত / ছিরিকান্ত , শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ (অভি) ।

শ > চ- স্নো > চুনু , আশ্চর্য > আচ্চাইরজ , শ্রেষ্ঠ > চেষ্ট , আসছিল > আচ্ছিলো ,

শ > র- নিশ্চয় > নিরচয় , পশ্চিম > পোরচিম ।

শ > হ- আসছে > আহেচে (স্থা), সে > হে , শয়তান > হয়তান , শুধুশুধু > হুদাহুদি , সকল > হগল , সালা > হালা , শ্বাশুড়ি > হাউড়ি , শ্বশুর > হোশুর ।

হ > উ- হদিশ > উদিশ , হোচট > উষ্কাট ।

হ > অ/আ/ও -হাট >আট, হাটা >আটা, হয় >অয়, হলো >ওইলা, হলুদ >ওইলদা,লোহা > নুয়া।

'হ'- ধ্বনির আগম ।

দই > দহি , বোন > বোহিন , কেউ >ক্যাহো, বউ > বোহু , গান >গাহোন, নয় > নোহয় , গয়না >গহনা, চা >চাহা, গোসাপ >গুহিশাপ, মলম >মহলোম , ড্রেন > ডাড়ুহা, কড়াই > কাড়ুহাই , গম > গোহোম , চলাফেরা > চহোট , সার > শাহার , সত্তর > শোহোত্তোর ।

তবে 'হ'-ধ্বনির আগম শুধুমাত্র স্থানীয় কথ্যবাংলায় লক্ষ করা যায় । অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে 'হ' ধ্বনির আগমন নেই (তবে অন্য বর্ণের রূপান্তরের ফলে 'হ' এর আগমন লক্ষ করা যায়)। অভিবাসিত বাচক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই ধ্বনিটি লোপ পাবার প্রবণতা লক্ষণীয়।

যেমন-

হাট > আট , হাটা > আটা , হয় > অয় , হলো > ওইলো , হলুদ > ওইলদা , লোহা > নুয়া ।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি :

উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বজায় আছে। অর্থাৎ চলিত বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে তোলে, এ অঞ্চলের কথ্যবাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জনের প্রভাবে স্বরধ্বনি তেমন সানুনাসিক হয়না । এক্ষেত্রে বরং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিই বর্তমান থাকে । যেমন - চন্দ্র > চান , সন্ধ্যা > শোন্দা , সাঁঝ > শাঞ্জেব্যালা , বাঁধা > বান্দা , রাঁধা > আন্দা / রান্দা, মাঁজা >মাঞ্জা, কাঁদা >কান্দা, বাঁদর >বান্দর , বাঁধন >বান্দন , কাঁদর >কান্দর , গোজা > গোঞ্জা,গাঁজা >গাঞ্জা , পাঁজর >পাঞ্জর, বাঁজা >বাঞ্জা, সিঁদুর >শেন্দুর, তেঁদর >ত্যান্দর, চাঁদা > চান্দা।

৩. ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা : মান্য চলিত বাংলার মতোই এ অঞ্চলের উপভাষাতেও ধ্বনি পরিবর্তনের চার রকমের রীতি লক্ষ করা যায়। ধ্বনি পরিবর্তন নিম্নরূপ -

৩.১. ধ্বনির আগম

৩.১.১. স্বরাগম

তিন রকমের স্বরাগমই এখানের উভয় বাচক গোষ্ঠীর উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়।

ক) আদি স্বরাগম

ছিল > আছিল / আসিল , স্পর্ধা > আশ্‌পর্দা , স্কুল > ইশ্‌কুল , স্ক্রু > ইশ্‌কুরূপ্ , সন্দেহ>অশন্দ , স্পিড > ইশ্‌পিরিট , রুমাল > উরমাল , ক্রুর > আক্‌কোর , স্ত্রী > ইশ্‌তিরি , বাঙাল > আবাঙ্গাল।

খ) মধ্য স্বরাগম / বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

গ্লাস > গিলাশ , শুক্‌না > শুকন , শত্রু > শত্তুর , শ্লো > শোনো / চুনু , বাজনা > বাজোন , ট্রেন > টেরেন , সার্ফ > শারাপ , কন্যা > কইনা , চর > চওর , কাক > কউয়া , স্নান > শিনান , জ্ঞান > গিয়ান , ধ্যান > ধিয়ান , চাল > চাউল , পাতলা > পাতোল , মিস্ত্রি > মিশ্‌তিরি , চিৎ > চিত্তর , ননদ > ননাশ , গম > গোহোম।

গ) অন্ত্য স্বরাগম

মা > মাও , পা > পাও , গা > গাও , ঘা > ঘাও , শো > শও , জা > জাও , ছা > ছাও ,দা > দাও , চিল > চিলা , হলদে > হোলদিয়া , পিসি > পিশাই , ঘি > ঘিউ ,কাপড় > কাপড়া।

ঘ) অন্যান্য

যব > জও , বিড়াল< বিল্লি >বিলাই , মেঝে > মাঝিয়া , পেঁপে > পাপিয়া , কবিতর > কোইতর , কাস্তে > কাইচা , ঝিনুক > ঝিনাই।

৩.১.২ স্বরভক্তি / বিপ্রকর্ষ

এই অঞ্চলের স্থানীয় বাচকগোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষায় বেশ কিছু যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে সেখানে স্বরধ্বনি আনয়ন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন-

প্রমাণ > পোরমাণ, প্রথম > পোরথোম, প্রধান > পোরধান, প্রবীণ > পোরবিন, প্রত্যেক > পোরতেক, স্বাদ > শোয়াদ, যত্ন > জতোন , কর্ম > করম, ধর্ম > ধরম, জন্ম > জনম।

৩.১.৩. ব্যঞ্জনাগম :

ক) আদি ব্যঞ্জনাগম
আমরা >হামরা , আঙুল >নোগল , আটা >রাটা , আমবাগান >রামবাগান , অস্বীকার >নাশিকার আয় >রায়, ওঝা > রোঝা ।

খ) মধ্য ব্যঞ্জনাগম
বাদুর > বোগধুল , মোটা > মোক্‌টা , ঘোলা > ঘোল্‌লা , চাকা > চাক্‌কা , ফাঁকা > ফাক্‌কা , চালাক > চাল্‌লাক , বগল > বগধোল , মাগুর > মজগুর ।

এ ছাড়াও মধ্য ব্যঞ্জনাগমের আরও কিছু দৃষ্টান্ত 'শ্রুতিধ্বনি' বিশ্লেষণের স্থানে দেওয়া হল।

গ) অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম
লাল > নালঠিয়া , চিৎ >চিত্তর, টমেটো >টামাটুল, ফটো >ফটোক, ইট >ইটাল/ইটল/ইটকাল,বালতি >বালটিন / শোলটিং , ঘুঘু > ঘুগুর , সরে > শরকি , তখন > তখনকা /তংকা , যখন > জখনকা / জংকা , কখন > কখনকা / কংকা , কিন্তু > কিন্তুক , নাই >নাইকা, যাই > জাইগা , খাই > খাইগা , করে > কোরগা , ধরে > ধোরগা , ব্যথা > ব্যাদেনা ,ভোতা > ভোতোরা ।

এ ছাড়াও মধ্য ব্যঞ্জনাগম এবং অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম 'শ্রুতিধ্বনি' রূপে প্রচলিত রয়েছে । শ্রুতিধ্বনি জনিত ব্যঞ্জনাগম নিম্নরূপ -

'য়' -শ্রুতি
শৃগাল > শিয়াল, ও >অয়, মেঝে >মাঝিয়া, স্বাদ >শোয়াদ, শশা >শোয়াশ, ছেচল্লিশ >ছয়চল্লিশ , হাঁ > হয় , ছেলে > ছোয়াল ।

'চ'-শ্রুতি
মাছি > মাচ্ছি , বিচী > বিচ্চি , হাঁচি > হাচ্চি কাঁচা > কাচ্চা, সত্য > ছ্যাচায় / হাচা ।

'ন'-শ্রুতি
ইঁদারা >ইন্দিরা, চন্দ্র >চান, সন্ধ্যা >শোন্দা, সাঁঝ >শাঞ্জেব্যালা, বাঁধা >বান্দা, রাঁধা >আন্দা/ রান্দা , মাঁজা > মাঞ্জা , কাঁদা > কান্দা , বাঁধন >বান্দন , কাঁদর >কান্দর, গোজা >গোঞ্জা,গাঁজা >গাঞ্জা , পাঁজর >পাঞ্জর , বাঁজা > বাঞ্জা , সিঁদুর >শেন্দুর , তেঁদর >ত্যান্দর , চাঁদা > চান্দা , ছিদ্র > ছ্যান্দা ।

'ব'- শ্রুতি
ডুমুর>ডোম্বর/ ডুম্বর/ ডোম্বল, অম্ল >আম্বোল, এরকম >অ্যাম্বা, কিরকম >ক্যাম্বা,যেরকম >জ্যাম্বা।

'দ'-শ্রুতি
রান্না > আন্দা, বানর > বান্দর , পনেরো >পোন্দোরো , কান্না > কান্দা ।

'ত' - শ্রুতি
লাথি >নাত্থি, হাতি >হাত্তি, প্রতিদিন >পোত্তিদিন/প্যাত্তেকদিন, প্রত্যেক >পোত্ত্যাক /প্যাত্তেক , তাড়াতাড়ি > তত্তরি , সেই জন্যে > হেত্তকনে বাড়িতে > বাৎতে ।

'ম' - শ্রুতি
তাঁবু > তাম্বু , ওরা > অমরা , শুধু > শোদ্যম , যারা > জামরা , তারা > তামরা , আপনি > আমনে।

'হ্'- শ্রুতি
দই >দহি , বোন >বোহিন , কেউ >ক্যাহো , বউ >বোহু , গান >গাহোন , নয় >নোহয়, গয়না > গহনা , চা > চাহা , গোসাপ > গুহিশাপ , মলম > মহলোম , ড্রেন > ডাড়্হা , কড়াই >কাড়্হাই , গম > গোহোম , চলাফেরা > চহোট , সার > শাহার , সত্তর > শোহোত্তোর , না >নহে,পড়া >পড়্হা, প্রভাত > পোহাত ।

৩.২. ধ্বনির লোপ

৩.২.১.স্বরলোপ

এই অঞ্চলের উভয় বাচকগোষ্ঠীর আঞ্চলিক কথ্যবাংলা ভাষায় আদি স্বরাগমের বহুল প্রয়োগ থাকলেও আদি স্বরলোপ নেই বললেই চলে।

মধ্য স্বরলোপ
জ্যৈষ্ঠ > জ্যাঁট , জায়গা > জাগা , হলুদ > হোল্দি , মায়া > ময়া , তাড়াতাড়ি > তত্তরি ,তাহলে > তালি / তলে, হয়তো >হতে, নয়তো >নাতে ।

অন্ত্য স্বরলোপ
থালা >থাল্ , গেল > গেল্ , চৈত্র > চোত্ , কুমড়ো > কুমোড় , সুকনো > শুকন্ , চালুনী > চালন্, খেল > খাল্, ধর্ম > ধরম্ ।

দ্বিমাত্রিকতা / দ্ব্যক্ষরতা
দারোগা > দারগা , গামোছা > গানছা , তোয়ালা > তয়লা , দিয়েছি > দিছু / দিসি / দিছি , খেয়েছি > খাচু , নিয়ে যাচ্ছে > নিজাছে , নিয়েছি > নিছু , টিউবওয়েল > টিপকল , বিধবা > বিদ্বা ।

৩.২.২. ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ

আদি ব্যঞ্জন লোপ
স্থান > থান , স্তম্ভ > থোম , রুটি > উটি , রাক্ষস > আক্কশ , রক্ত > অক্ত , রাস্তা > আশ্তা।

মধ্য ব্যঞ্জন লোপ
তাহলে > তালি /তলে , তরকারি > তকারি , হাতিয়ার > হাতার , ধবল > ধলো , ভূমি > ভুই,

প্রজাপতি > পোজাপতি , কবিতর > কোতর , অবকাশ > উকাশ , বাড়িতে > বাৎ , ফাল্গুন > ফাগুন , শ্রাবণ > শাওন , অগ্রহায়ণ > আগ্গোন , কার্তিক > কাতিক , সর্ষে > শইশা , প্রবীণ > পোবিন , মরল > মোল , পড়ল > পোল , লবণ > নুন , শিরস্থান > শিতান , জলপান > জোপান , শুধুশুধু > শোদ্যম , যতটুকু > জেটুক , জেরক্স > জেরশ , গাহিয়া > গাইয়া , চাহিয়া > চাইয়া , বাহির > বাইর।

অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ
হাসুয়া > হাশা , মাকড়শা > মাকেড়া / মাহোড়, থার্ড > থার , গোড়ালি > গোড়া , ননদ > নন, বাল্ব>বল, চৈত্র > চোত, চল >চ, কুটুম্ব >কুটুম , জোনাকী >জোনা/ জুনি, এমন ভাবে >অ্যাম্‌বায়, মানুষ >মানু।

যুক্তব্যঞ্জন > একক ব্যঞ্জন ক্রোশ > কোশ , কর্ম > কাম , প্রসাদ > পোশাত , প্রধান > পোধান , ইঞ্জেকশন > ইংগাশোন, ড্রেন > ডারা , ইলেকট্রিক > ইলেকটারি, কৃষ্ণ > কিশ্‌ন ।

৩.৩. ধ্বনির রূপান্তর

৩.৩.১. স্বরসঙ্গতি

অ + আ > আ + আ -গলা >কাল্লা/ গালা, লম্বা >নাম্ভা, মহাজন >মাহাজোন, কলাই >কালাই, অমাবস্যা >আমাবাশ্‌শা, বর্ষা >বাশ্‌শা, শলাই >শালাই, ফর্সা >ফাশ্‌শা, কড়াই >কাঢ়াই ।

অ + এ > আ + আ -টমেটো > টামাটুল, সতেরো >সাতারো(অভি), আঠেরো >আঠারো / আডারো।

অ + এ + ও > ও + ও - পনেরো >পোন্দোরো , সতেরো > শোতোরো।

ও + অ > আ + আ - মোহন >মাহান ।

ও + আ > ও + ও - দোতারা > দোতোরা , ভোতা > ভোতোরা , দোতালা > দোতোলা ।

আ + ই > আ + আ - ভাই > ভায়া , হাতিয়ার > হাতার ।

ই + আ > ই + ই - বিছানা > বিছিনা ।
ই + এ > ই + ই - ডিমের > ডিমির , নিমের > নিমির , দিকে > দিগি ।

এ + ই > ই + ই - মেশিন > মিশিং

উ + অ > উ + উ - শুক্রবার > শুক্‌কুর বার ।

উ + ই > উ + উ- পুলিশ > পুলুশ ।

উ + ও > উ + উ - সুযোগ > শুজুক , ভূগোল > ভূগুল ।

অন্যান্য - মশারী >মুশুরি , খেয়ে >খায়া , পেয়ে >পায়া, গিয়ে >জায়া, মুসলমান > মোছোমান।

৩.৩.২. স্বর অ-সঙ্গতি

উ + উ > ও + অ - পুকুর > পোখর , ডুমুর > ডোম্বর ।

উ + ও > ও + আ- জুতো > জোতা ।

এ + এ > আ +ই - পেঁপে > পাপিয়া / পাইপা , ঠেশে > ঠাশিয়া / ঠাইশা , চেপে > চাপিয়া / চাইপা, হেঁটে >হাটি / হাঁইটা, মেপে >মাপিয়া / মাইপা, খেতে >খাইতে / খাতি , যেতে >জাইতে / জাতি, পেতে >পাতি / পাইতা।

এ + এ > আ + উ - এলে > আলু , খেলে > খালু , গেলে > গেলু , পেলে > পালু ।

৩.৩.৩. সমীভবন

আলুনি >আল্‌লা, বোলতা >বোল্‌লা / বুল্‌লা, শুক্রবার >শুক্‌করবার / শুক্‌কুরবার, বৃহস্পতিবার >বিশ্‌শুতবার, গল্প >গপ্প , কার্তিক >কাত্তিক, ঢেরদূর >ঢেদ্‌দুর, করলা >কোল্‌লা, চিকিৎসা >চিকিশ্‌শা, তিক্ত > তিত্‌তা, পাবদা > পাপ্‌তা, পদ্ম >পদ্‌দা , ওখানে >ওন্‌না, এখানে >এন্‌না, যেখানে >জেন্‌না, সেখানে >শেন্‌না, শ্রাদ্ধ >চাদ্দ , তাড়াতাড়ি >তত্তরি, শুদ্ধ >শুদ্দা, অর্দ্ধেক >আদ্দেক, ফর্সা >ফাশ্‌শা, বর্ষা >বাশ্‌শা।

৩.৩.৪. বিসমীভবন

শরীর > শরিল , লাল > নাল , লাঙল > নাঙগোল , বাবা > বাপ ।

৩.৩.৫. ঘোষীভবন

বর্গের প্রথম ধ্বনি > তৃতীয় ধ্বনি -বক >বোগিলা / বোগলা , শকুন >শিগিনী, দিকে >দিগি , বাতাবি >বাদামি, সুপারি >শুবরি।

বর্গের প্রথম ধ্বনি > চতুর্থ ধ্বনি - উপুর > উভুর , পটকা > ভটকা ।

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি > চতুর্থ ধ্বনি - একজন >অ্যাকঝোন।

৩.৩.৬.অঘোষী ভবন

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি > প্রথম ধ্বনি

সোহাগ >শোহাক, দাগ >দাক, ভাজ >ভাচ, সবুজ >সবুচ, কাজ >কাচ, খাজ >খাচ, কার্ড >কাট, রোড >ওট, রড >অট, বিপদ >বিপৎ, আপদ >আপৎ, প্রসাদ >পোশাত, জেদ >জ্যাত, ফ্যাসাদ >ফ্যাশাৎ, স্বভাব >শভাপ, হাব-ভাব > হাপ-ভাপ, হিসাব > হিশাপ, পাবদা >পাপতা, খুব > খুপ।

বর্গের চতুর্থ ধ্বনি > প্রথম ধ্বনি

বাঘ >বাক, মেঘ >মেক, মাঘ >মাক, অবুঝ >অবুচ, দুধ >দুত , সাধ >শাত , বধ >বত।

৩.৩.৭. মহাপ্রাণী ভবন

পুকুর > পোখর , চৌকি > চোখি , কাচা > খাচা , তোকে > তোখে, কাউকে > কাক্‌খো , হোঁচট >উঞ্চাট, দাঁড়কাক >ঢাক্‌কাউয়া , পুটি >পুঠি , পুতুল >পুথুল , উপুর >উব্‌ভুর , পিড়ে >ফিড়া, আপেল >আফেল , পকেট >ফকেট , স্তম্ভ > থোম।

স্থানীয় কথ্যে মহাপ্রাণ ধ্বনি ' হ ' অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান রয়েছে। যেমন - কেহ >ক্যাহো, নহে > নোহয়। এইরূপ - তাহো (তবুও) , অহো (ও নিজেও), অহে (ও নিজেই), কহে (বলে) , কাঢ়াই (কড়াই) , নিহাই (তর্ক), ডাঢ়া (ড্রেন), বিহা (বিয়ে)।

৩.৩.৮. অল্প প্রাণীভবন

বাঘ >বাক, চোখ >চোক, মুখ >মুক, শুখ >শুক, বৈশাখ >বোশাক, দুঃখ >দুক্‌কু, মেঘ >ম্যাক , মাঘ > মাক ,ঘুঘু >ঘুগু , অবুঝ > অবুচ , দুধ > দুত , সাধ >শাত ,বধ> বত ,মাফ > মাপ, জিভ > জিবা, ভাই > বাই , ভয় > বয় , বুধবার > বুতবার , বুদ্ধি > বুত্‌দি , ভূত > বুত , বোধহয় > বোদায় , ভাত > বাত, স্বভাব > সবাপ্‌ ।

অভিবাসিত কথ্যে মহাপ্রাণ 'হ' রূপান্তরিত হয়ে অল্পপ্রাণে পরিণত হয়েছে । যেমন -হাট > আট , হয় > অয় , কহে > কয় , হল > ওইলো ।

৩.৩.৯. মূর্ধন্যীভবন

দ > ড / ঢ- বৃদ্ধ > বুড়া / বুঢ়া /বুইড়া , দেড় > ড্যাড় , দণ্ড > ডাণ্ঠা , দাঁড়ি > ডাড়ি ,

ব > ড- বাট > ড্যাট ,

র > ট- রবার > রবাট ,

৩.৩.১০. ব্যঞ্জন দ্বিত্ব

এই অঞ্চলে উভয় বাচকগোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় ব্যঞ্জনদ্বিত্ব অনেক সময় একই বর্গের অন্য বর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

রোদ > ওদ্দি, গলা >কাল্লা , তেঁতো > তিত্‌তা, ফাঁকা >ফাক্‌কা, উঁচু >উচ্‌চা, নিচু >নিচ্‌চা , কাচা > কাচ্‌চা, চাকা > চাক্‌কা , হাড় > হাড্‌ডি , আড্‌ডি , কাত > কাত্‌থি, লাত > নাত্‌থি , হাতি > হাত্‌তি, ফুটা >ফুট্টা/ফুক্‌কা, পাকা >পাক্‌কা, বিচি >বিচ্‌চি, ক্রুর >আক্‌কোর ,হরিবোল >হড্‌ডিবোল, দুঃখ > দুক্‌কু , বাঁকা > ব্যাক্‌কা , থাপড় > থাপ্‌পড় , কবর > কব্‌বর , কোথায় > কুত্‌তি।

৩.৪. ধ্বনির স্থানান্তর

৩.৪.১. বিপর্যাস

মান্য চলিত বাংলার মতো এখানেও উভয় বাচক গোষ্ঠীর কথ্যবাংলায় বিপর্যাস জনিত ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আরশোলা >আশুরাল, পিশাচ >পিচ্চাশ , পাউডার > পাউরাট , রিক্সা > অ্যাশ্কা ,বাক্স >বাশ্ক ,ট্যাক্সি > টেশ্কি , লাফ > ফাল, টাটকা > টাক্টা ।

৩.৪.২. অপিনিহিতি

রুমাল > উরমাল , রেখড় > আইখড় , কাস্তে > কাইচা , সাধু > শাউত , আজি > আইজ , লাগিয়া > লাইগা , ধরিয়া > ধোইরা , করিয়া > কোইরা , মারিয়া > মাইরা , চলিয়া > চোইলা > হাঁটিয়া > হাইটা , ঘুমিয়ে > ঘুমাইয়া , দেখিয়া > দেইখা , কালি (নাম বিশেষে) > কাইলা , কবিতর > কোইতার , বেচিয়া > বেইচা , হাসুয়া > হাইশা , কাঁদিয়া > কাইন্দা , বাঁধিয়া > বাইন্ধা , কাটিয়া > কাইটা , গাছুয়া > গাউসা ।

'ই' বা 'উ' ধ্বনির অবর্তমানেও অপিনিহিত 'ই' বা 'উ' ধ্বনির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় । যেমন -

বুড়ো >বুইড়া, কনে >কোইনা, বাক্য >বাইক্য, রাক্ষস >রাইক্কোশ, আশ্চর্য >আচ্চাইর্জো , চার >চাইর , কাল >কাইল, হবে >ওইবো, যাবে >জাইবো, খাবে >খাইবো, মুত্র ত্যাগ >মুইত্যা, মেসো > মাইশা, পেলে >পাইলা, গেলে >গেইলা, মেয়ে >মাইয়া, ডাল >ডাইল,মধ্য >মইদ্দ,মেজো > মাইজা , সত্য > শইত্তো , কাব্য > কাইব্বো পথ্য > পোইত্তো ।

অভিবাসিত কথ্যে অপিনিহিতির ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বর্তমান রয়েছে । নাম পদ ছাড়াও ক্রিয়া পদে , বিশেষত অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষত্রে অপিনিহিতির উপস্থিতা ব্যাপকতর । যেমন -

করে >কোইরা, বলে >বোইলা, চলে >চোইলা, থেকে >থাকিয়া, গেয়ে >গাইয়া, গিয়ে > যাইয়া, শুয়ে >শুইতা, হেঁটে > হাইটা / আইটা / হাইডা , বেচে > বেইচা, বেঁচে > বাইচা, খেয়ে > খাইয়া , হেসে > হাইশা , কেঁদে > কাইন্দা , বসে > বোইসা , ফেলে > ফেইলা , মেরে >মাইরা, ধরে > ধোইরা , দৌড়ে > দোউড়াইয়া , খুঁজে > খুইজা।